উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা

মো. আবুল হাসান খান/রঞ্জন রায়

বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। যুগে যুগে বিজ্ঞান মানুষের জন্য আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। মানুষ নানাবিধ প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিজ্ঞানকে সাজায়। এক সময় মানুষ যা জানত না বিজ্ঞান তা জানাতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের ব্যবহার বিধি নিয়ে দার্শনিকরা অবিরাম গবেষণা চালায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে প্রাচীন গ্রিসে প্রাক-ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Academy) প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ ভোগ-বিলাসের দিকে মনোনিবেশ করে সৃষ্টি করেছে পণ্য তৈরির প্রতিযোগিতা। ফলে শিক্ষা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি সাধারণ শিক্ষা অন্যটি প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা। গবেষকদের ধারণা, প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল লাইসিয়াম (Lycium) নামক যে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরিস্টটল তার গুরুকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন একটি দেশ ও জাতির জনসম্পদ অন্যতম। এই জনসম্পদকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে না পারলে এই সম্পদ দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার বা প্রসার ছাড়া জনসম্পদকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা মোটেও সম্ভব নয়। স্কুল (Academy) শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের (Lycium) কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে কাজ ও শিক্ষার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে প্রমাণ করেছে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা মানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির শিক্ষা। এই শিক্ষা সমাপনের পর কর্মে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। রাষ্ট্র, সমাজ, অভিভাবকের বিনিয়োগকৃত অর্থ জ্যামিতিক শিক্ষাবোর্ড, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষাবোর্ড, ফার্মেসি কাউন্সিল, নার্সিং কাউন্সিল ও রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের ওপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই ৬টি বোর্ড ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডগুলো পরিচালনায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কোন প্রযুক্তি শিক্ষা নীতি নেই। বোর্ডগুলোর একে অপরের সঙ্গে নেই সমন্বয়। একই দেশে একেক বোর্ডের শিক্ষার মেয়াদ মান-মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যখন নতুন নতুন প্রযুক্তি শিক্ষা কোর্স চালু করছে, এ বোর্ডগুলো তখন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দিচ্ছে। গত ৩৬ বছরে বহু ইনস্টিটিউট বন্ধ করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জুট, ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউট, মেডিকেল স্কুল, ফার্মাসি ইনস্টিটিউট, ক্যান্সার টেকনোলজির মতো জনগুরুত্ব ও স্বনির্ভর অর্থনীতি সৃষ্টির কোর্স বন্ধ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে কোনকালে এমনভাবে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার দৃষ্টান্ত নেই। প্রযুক্তি শিক্ষা পশ্চাদমুখীনতার কারণে বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউএনডিপির রিপোর্টে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৫তম। বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮ম জনবহুল দেশ। সেই হিসেবে জনসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম স্থানে থাকাই ছিল স্বাভাবিক। দেশে প্রতি বছর ৭টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গড়ে ৭ লাখ ছেলেমেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আইএলও'র মতে সেই শিক্ষার্থীর ৫৬ শতাংশ প্রযুক্তি শিক্ষার অধিকারী। সেই হিসেবে ৩ লাখ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর অধ্যয়ন সুযোগের জন্য পর্যাপ্ত ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োজন উপযুক্ত জনবল তৈরি করা। অনুপযুক্ত লোক কাজের গতিশীলতা ও কাজের পরিবেশ নষ্ট করে। অনুপযুক্ত লোকের কারণে প্রতিষ্ঠানে থাকা দক্ষ লোকগুলোর কর্মস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ডগুলো কৃষি, কারিগরি, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয়, নার্সিং, হেলথ টেকনোলজি, ফার্মাসিসহ ৭টি শাখায় সরকারি-বেসরকারি মোট ৪৯০টি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। যার আসন সংখ্যা ৩৬ হাজার ৬১২। দেশের বেশিরভাগ জেলায় কোন ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়নি। হাওর, দ্বীপ, পাহাড়ি, সীমান্ত জেলা-উপজেলাকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম মধ্যম প্রযুক্তির দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তির শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য, পশুপালন, পোলট্রি, লেদার, টেক্সটাইল, চিকিৎসা, ডেন্টাল, গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে মধ্যম মেধার ডিপ্লোমা প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে যে কাজ একজন যুবক এসএসসি পাস করার পর ৪ বছর ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়ন করে করতে পারে, সেই কাজ করছেন গ্রাজুয়েট, ডক্টরেট, পোস্টডক্টরেট প্রযুক্তিবিদ। এতে জ্ঞান, মেধা, শ্রম, সময় ও অর্থের অপূরণীয় অপচয় হচ্ছে।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি। এ দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এ খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশী শ্রমিকের সর্বাধিক চাহিদা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির বেশিরভাগই অদক্ষ। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় তাদের কোন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই। এসব অদক্ষ শ্রমিকের দ্বারা বেশি কাজ কম বেতন এবং দেশের মর্যাদাহানি ঘটে। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও আরব দেশের দক্ষ ও প্রযুক্তির রাজগুলো দখল করেছে ফিলিপাইন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মিসর। আইএলও'র সূত্র মতে ড্রাইভিং, হেয়ার ড্রেসিং, ক্লিনিং, ডেন্টাল হাইজিন, পেইন্টিং, এলুমিনিয়াম প্রযুক্তিবিদ পেলে অতিরিক্ত এক কোটি লোক রপ্তানি করা যেত। প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতিতে স্বল্প ব্যয়ে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ, উন্নত মেশিনারিজ, উন্নত প্রযুক্তি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে লুকায়িত থাকে সুপ্ত প্রতিভা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রতিভা বিকশিত হয়। আমাদের প্রয়োজন জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা। তাদের সময়, মেধা ও শ্রমকে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তহবিলে সংযুক্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষার সংযোগ সৃষ্টি করা। দেরিতে হলেও সত্য নিশীথ রাতে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো প্রবেশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার জাপানের এক গ্রাম পণ্য রপ্তানি নীতি অনুকরণ করে ১ জেলা ১ পণ্য রপ্তানির একটি কৌশলপত্র নির্ধারণ করেছেন। প্রাথমিকভাবে ২০টি জেলাকে মডেল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছানোর লক্ষ্যে পুরনো ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের গড়া রাজধানীকেন্দ্রিক ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৬টি বোর্ডের গোঁজামিল, অপচয় ধ্বংসলীলার ভার জাতি বহন করতে পারছে না। অনতিবিলম্বে এই বোর্ডগুলো বিলুপ্ত করে প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি বোর্ড প্রতি বছরে চলমান নতুন বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু করবে। এর ফলে প্রযুক্তি শিক্ষা তৃণমূল পর্যায়ে প্রসারিত হবে। যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেখানে নির্মিত হবে ডিপ্লোমা শিক্ষা ইনস্টিটিউট। এসএসসি পাস করার পর কিশোর-কিশোরীরা নিজ বাড়িতে বসে তাদের পছন্দমতো বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। নিয়োগকর্তা, শিল্পপতি, ব্যাংকার, বিদেশী বিনিয়োগকারী, জনশক্তি আমদানিকারক দেশ চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দিতে পারবেন। জনসম্পদ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করবে দেশ।

29 APR 2007